5

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

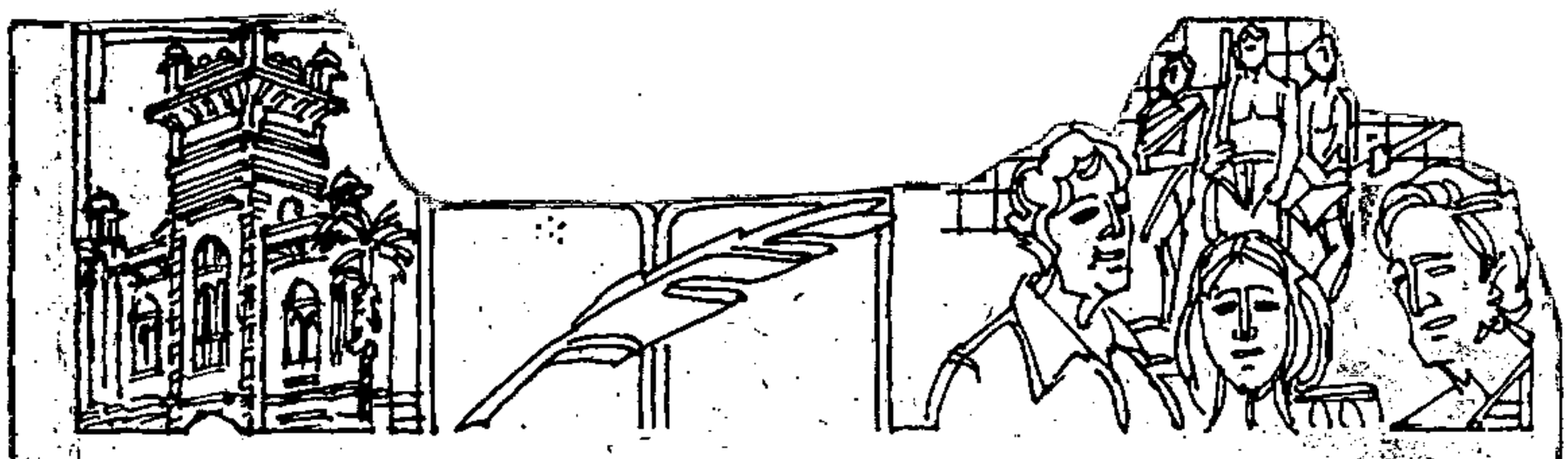

প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে

আবদুল মতিন চৌধুরী

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা, ভকেশনাল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ট্রেডকোর্স চালু করে দক্ষ প্রকৌশলী, দক্ষ কারিগর ও দক্ষ পেশাজীবী শ্রমিক তৈরি করে দেশকে দ্রুত অগ্রগতির পথে নেয়ার ব্যবস্থা করা জরুরী। বর্তমানে একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, চারটি প্রকৌশল কলেজ এবং সরকারী সতেরোটি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট আছে। কোন কোন জেলায় ভকেশনাল ইনস্টিটিউটও চালু আছে। দেশের জনসংখ্যার ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুল। উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পাঠ শেষ করে অনেক ছাত্রছাত্রী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেকের ঐকান্তিক ইচ্ছা মেধা এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভর্তির সিট অপ্রতুল থাকায় ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বাধ্য হয়ে সাধারণ শিক্ষা কলেজে কলা, বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হতে বাধ্য হয়। যার ফলে প্রতি বছর সাধারণ শিক্ষার গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়েই ঐ

সমস্ত শিক্ষিত যুবক/যুবতী হতাশায় ভুগছে এবং অভিভাবকগণও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছে। এইভাবে দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের মতো গরিব দেশে আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় দেশের গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পৃথকভাবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করে দক্ষ কারিগর ও দক্ষ পেশাজীবী যেমন রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, ইলেকট্রিশিয়ান, গাড়ি মেরামতকারী, রেডিও-টেলিভিশন মেকানিক্স, পাওয়ার পাম্প, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি চালু করার জন্য দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের মতো গরিব দেশে সাধারণ কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক অক্ষমতার দরুন উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। অনেক ছেলেমেয়ে আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যন্ত পড়াশুনা করে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

গ্রাম ও থানা পর্যায়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেনি তাদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করে জরুরী ভিত্তিতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভকেশনাল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ট্রেডকোর্স চালু করে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ঐ সমস্ত অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীকে দক্ষ কারিগর, দক্ষ শ্রমিক, দক্ষ টেকনিশিয়ান তৈরি করার লক্ষ্যে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করা অত্যাবশ্যক এবং আমাদের মতোই এই গরিব দেশে এই ধরনের পরিকল্পনা তৈরি করে তার সঠিক বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়া দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরী।

দক্ষ কারিগর ও পেশাজীবীগণ স্ব স্ব প্রচেষ্টায় রুজি-রোজগারের তাগিদে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা নিয়ে স্বনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হলে বেকারত্ব দূরীকরণের সাথে সাথে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্য বিমোচন হবে। সমাজের ধনী শ্রেণীর লোকজন যেমন বড় বড় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারী পেশার লোকজন সরকারী উদ্যোগের সাথে সহযোগিতা করে প্রাইভেট কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তাদেরকে দক্ষ কারিগর ও দক্ষ পেশাজীবী হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা সনদপত্র প্রাপ্ত হবে তাদের মূল সনদপত্র ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে ছোট ছোট কলকারখানা, মেরামতি কারখানা গড়ে তুলে নিজেদের আয় রোজগার বৃদ্ধিকল্পে সচেষ্ট হলে বেকার সমস্যার সমাধান হওয়ার একটা সুযোগ হবে।

গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্র্যাক ও অন্য এনজিওরা ঐ সমস্ত দক্ষ কারিগর ও পেশাজীবীকে আর্থিক সহায়তা দান করে বেকারত্ব দূর করার একটি ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিতে পারে। ফলে ঐ সমস্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলো তাদের বিনিয়োগের সুযোগ পাবে। এই সমস্ত আর্থিক সহায়তা দেশের শ্রমজীবী-কর্মজীবী যুবক সমাজকে আয় রোজগারের পথে সাহায্য করলে আমাদের মতো গরিব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন আসবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয়-ব্যাংক ও জাতীয়করণকৃত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে চিন্তাভাবনা করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১০% অথবা ১৫% সঞ্চয়ের টাকা দক্ষ কারিগর ও পেশাজীবীদেরকে ঋণের মাধ্যমে মূলধন বা পুঁজি সরবরাহ করে ছোট ছোট কলকারখানা, মেরামতি কারখানা ইত্যাদি স্থাপনে সহায়তা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে পারে।

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন আনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিটি ইউনিয়নে ও থানা পর্যায়ে কারিগরি ও পেশাজীবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা অতি জরুরী। তাই মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজকর্মী সকলের সুচিন্তিত মতামত ও সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অর্ধশিক্ষিত যুবসমাজকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দানের জন্য যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে ও বেসরকারী উদ্যোগে অন্তত আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বড় আকারে উচ্চতর ডিগ্রীধারী শিক্ষার সাথে তুলনামূলকভাবে দশগুণ বা বিশগুণ দক্ষ কারিগর ও দক্ষপেশাজীবী সৃষ্টি করা যায়, তবেই আমাদের মতো গরিব দেশে বেকার সমস্যার সমাধান হবে এবং দারিদ্র্যে বিমোচন হবে।

জাতীয় শিক্ষা খাতের বাজেটে কারিগরি স্কুল, ভকেশনাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের রাজস্ব খাত ছাড়াও বিশ্বব্যাংক আইএমএফ ও অন্যান্য বৈদেশিক সংস্থার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে এই কাজকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।